দৈনিক সংবাদ

৩০৪

তারিখ ... DEC 15 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

সরকারি হাইস্কুল ঃ কতদিন 'ভারপ্রাপ্ত' দিয়ে চালানো হবে

গত ৪-১১-৯৯ তারিখে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদ পত্রিকার চিঠিপত্র কলামে মোঃ আমিনুল ইসলাম তালুকদার সাহেবের উপরোক্ত শিরোনামের পত্রখানি আমার নজরে এসেছে। পত্রখানার জন্য তালুকদার সাহেবকে অশেষ ধন্যবাদ। সাথে সাথে ধন্যবাদ সংবাদকে।

বাংলাদেশের ৩১৭টি সরকারি হাইস্কুলের মধ্যে প্রায় ২০০টিতে প্রধান ও সহকারি প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। পদগুলো পূরণ করার পদক্ষেপ সরকারের অনেক দিন থেকেই নেই। প্রমোশন লিস্ট তৈরি হলেও নানা জটিলতার কারণে অনেক অভিজ্ঞ শিক্ষক প্রমোশন হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। ফলে বিদ্যালয়গুলোতে সহকারি শিক্ষকগণ ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করায় প্রশাসনিক ও একাডেমিক নৈরাজ্য বিরাজ করছে। ইদানীং শোনা যাচ্ছে সরকারি কলেজের সিনিয়র প্রভাষকগণকে ডেপুটেশনে সহকারি প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগদান করা হবে। যদিও কাগজে কলমে এ ধরনের কোন আভাস পাওয়া যায়নি। তবে উপর মহলে বলাবলি হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ শিক্ষকগণের মনে ক্ষোভ এবং কিছু প্রশ্নের উদ্ভব য়েছে। যা নিম্নরূপ ঃ

(১) সহকারি প্রধান শিক্ষক পদে প্রমোশন পাওয়ার যোগ্য সহকারি শিক্ষক কি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে নেই?

(২) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রমোশন বলতে কি কিছু নেই?

(৩) সরকারি কলেজ থেকে প্রভাষকগণ এ পদে যোগদান করলে কলেজের লেখাপড়ার ক্ষতি হবে কিনা?

(৪) সাধারণ শিক্ষকদের শিক্ষকতা করার মানসিকতা নষ্ট হবে কিনা? তারা কি সঠিক ভাবে শিক্ষাদান কাজে মনোনিবেশ করতে পারবে?

(৫) সরকারের কাছে কি অভিজ্ঞতা, দক্ষতার কোন মূল্য নেই?

আসলে আমাদের দেশের নীতি নির্ধারকদের মন মানসিকতা বোঝা বড় কঠিন।আর তাই যদি না হবে তবে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে সরাসরি প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হলো কেন? একজন প্রধান শিক্ষক থানা নির্বাহী অফিসারের সমান বেতন স্কেলে (৬১৫০/- ৯৭৫০/-) বেতন পেয়ে থাকেন। থানা নির্বাহী অফিসার (TNO) কি সরাসরি নিয়োগ করা হয়? নাকি একজন ম্যাজিস্ট্রেট প্রমোশন পেয়ে এ পদে আসেন? আসলে উপর মহলের কিছু আমলা, মন্ত্রী বা নেতা-নেত্রীর ছেলে-মেয়েদেরকে Provide করার জন্য ছিল এ ব্যবস্থা। কারণ সহকারী শিক্ষক পদে চাকরি করাটা তাদের জন্য দৃষ্টিকুটু ছিল। বাস্তবেও হয়েছে তাই, যাদের মামা-খুড়া বা অর্থের জোর আছে তারাই প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছে। যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা বা একাডেমিক কোয়ালিফিকেশনের মূল্য দেয়া হয়নি সামান্যও। হয়ত এবার সহকারি প্রধান শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও এ ধরনের কোন অন্তর্নিহিত মতলব আছে, যা আমাদের বোধগম্য নয়।

প্রায় দুই মাস আগে সহকারি জেলা শিক্ষা অফিসার পদে নিয়োগ দানের জন্য ১০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষকদের নিকট থেকে নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদনপত্র চাওয়া হয়েছে। ৩১টি সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসারের পদ খালি আছে। আসলে এ পদে নিয়োগ দানের লোভ দেখিয়ে শিক্ষকদেরকে কানাকে হাইকোর্ট দেখানোর ব্যবস্থা হতে পারে। কারণ সহকারী প্রধান শিক্ষক পদ সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসারের চেয়ে অনেক বেশি।

তাই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে অভিজ্ঞ, দক্ষ, সৎ সহকারী শিক্ষকদেরকে প্রমোশন দেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট আবেদন করছি।

পীযূষ গ্র্যাডি,
লালমনিরহাট।